তথ্য অফিস, রামগড়।

ই- গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় ইনোভেশন প্রস্তাব/ আইডিয়া

১। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। সে অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে একশ্রেনীর অসাধুলোক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ডিজিটাল ডিভাইসে বিভিন্ন বিষয়ে অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে কন্টেন্ট তৈরীর মাধ্যমে গুজব, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে। যার মাধ্যমে প্রায়ই অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিসহ অন্যান্য দেশের নিকট বাংলাদেশের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং জনসাধারণের মাঝে রিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। তথ্য অফিস যেহেতু সরকারের একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখে, সেহেতু সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় ইস্যুতে কন্টেন্ট তৈরী করে ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারলে সাধারণ মানুষের নিকট ইতিবাচক ধারনা সৃষ্টি হবে। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যসূত্র হতে যখন সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্যটি পাবে তখন ভুয়া, ভিত্তিহীন কন্টেন্ট হতে প্রাপ্ত তথ্যটি গ্রহণ করবে না। সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য না পেলে মানুষ বিভ্রান্তিকর তথ্য গ্রহন করবেই। কারণ এখনো অধিকাংশ অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোক গুজবে বিশ্বাসী। কোন স্থান কখনো শূন্য থাকে না, মানুষ সঠিক তথ্য যথাসময়ে না পেলে অসত্য তথ্য গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি এবং কন্টেন্ট তৈরীর জন্য প্রতি অফিসে ন্যূনতম একজন কর্মচারীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা জরুরী। তাতে উন্নত, সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনেও সহায়ক হবে এবং তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় স্মার্ট বাংলাদেশর স্মার্ট কার্যক্রমে এগিয়ে থাকবে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন ফেসবুক পেইজে অধিক লোকের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ভিউ বাড়াতে পোষ্ট বুস্টার দেওয়া প্রয়োজন। এতে প্রতিটি পোষ্টের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রয়োজন হয়। গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট গুলোতে বুস্টার দিয়ে পেইজের ভিউ বাড়ানো হলে পরবর্তীতে আর বুস্টার দেওয়া প্রয়োজন হবে না। এতে তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সম্মান, ইমেজ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

২। তথ্য অফিস শুধুমাত্র প্রচারধর্মী কার্যক্রম করে থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ কিংবা স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি কিংবা কাজের পরিধি বৃদ্ধিতে কোন একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যেমন স্থানীয় মিডিয়া গুলোর এক্রিডেশন ডিসি অফিসের মাধ্যমে এবং জাতীয় মিডিয়া গুলোর এক্রিডেশন পিআইডি ও ডিএফপি দিয়ে থাকে। মাঠে/জেলা পর্যায়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত তথ্য অফিসারদেরকে এসব কাজে সম্পৃক্ত রাখলে কাজের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংবাদিকদের সাথ সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে। ন্যূনতম যদি স্থানীয় এবং জাতীয় পত্রিকাগুলোর মনিটরিং বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত করা যায় তাতে তথ্য অফিস তথা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের মূল্যায়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।